'দিলদার' চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে নাট্যে চরিত্রটির নাট্য উপযোগিতা ব্যাখ্যা

→ (দিলদার) → Sad Song

চরিত্রের ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমেই, নাট্যকাহিনী কায়ামূর্তি লাভ করে। নাট্যকার যত সজীব ও জীবন্ত করে, চরিত্রকে অঙ্কন করতে পারেন, নাটক ততোই জীবনসদৃশ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে, নাট্যকারের প্রধান অসুবিধা হল, তিনি নিজে, কোন মতেই, নাটকে প্রবেশ করতে পারেন না। সর্বদাই তাঁকে নেপথ্যে থেকে যেতে হয়। শেক্সপীয়র এ প্রসঙ্গ তাঁর নাটকে 'Fool' চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি, মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন। 'Fool' চরিত্রের সঙ্গে, তুলনার প্রসঙ্গে স্মৃতি রেখেও বলা চলে, 'সাজাহান' নাটকের দিলদার চরিত্রে, এর প্রভাব পড়েছে পরোক্ষভাবে। সমালোচক নবকৃষ্ণ ঘোষ তো স্পষ্টভাবেই বলেছেন — "লীয়ারের যেমন ফুল, আমাদের তেমনি দিলদার।" ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও মন্তব্য করেছেন — "দিলদার চরিত্রটির উপরে, শেক্সপীয়রের 'ফুল' চরিত্রের প্রভাব আছে।"

কেবল শুধু পাশ্চাত্য প্রভাবই নয়, প্রাচ্যের প্রাচীন, সংস্কৃত নাটকের মুনিঠাকুর, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি চরিত্রেও এর বীজ পাওয়া যায়। এদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণ, দার্শনিক সুলভ, যা ক্ষেত্রবিশেষে নির্বোধ ও পাগলামি হলেও এদের বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে পারলে, দেখা যায়, অ্যাপাতির আবরণ দিয়ে, লোকের মুখ এটি বেরিয়ে দেওয়াই এদের কাজ; মানব কল্যাণই এদের কাম্য। দিলদার চরিত্র পরিকল্পনায় দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধারার কথা, স্মরণ রেখেছেন।

ঐতিহাসিক নাটকের কোনো চরিত্রকে, বিশ্লেষণ করতে গেলে, যে প্রসঙ্গ প্রথমেই মনে আসে, তা হল চরিত্রটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক কিনা, স্বল্প পরিমাণ ঐতিহাসিক ভিত্তিযুক্ত নাটকের, কুশীলব তালিকায় দিলদারকে ছদ্মবেশী জ্ঞানী (দারেশো মন্দ) বলা হয়েছে মানুচি তার 'Storia do Mogor' গ্রন্থে, পারস্য দেশাগত দানেশমন্দ খাঁর উল্লেখ করেছেন - যিনি সাজাহানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন, তার প্রকৃত নাম ছিল মোল্লা শোফিয়া-ই-আজদি। অসাধারণ ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য। আচার্য যদুনাথ সরকার জানিয়েছেন, ঔরঙ্গজীব দারাকে, প্রাণদণ্ড দানের পূর্বে, যে গোপন পরামর্শ সভা ডেকেছিলেন তাতে দানেশমন্দ খান উপস্থিত ছিলেন এবং দারার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন। কিন্তু 'সাজাহান' নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে, দিলদার মীর্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ রূপে, আত্ম পরিচয় দিয়েছেন। কাজেই দিলদার চরিত্র রচনার পিছনে, সামান্য ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকলেও, মূলতঃ চরিত্রটি, নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি।

নাটকের ১ম অঙ্কের ২য় দৃশ্যেই মোরাদের বিদূষক রূপে নাটকে দিলদার প্রবেশ করেছেন (দিলদার) পরবর্তীকালে তিনি ঔরঙ্গজীবের পারিষদের পদে উন্নীত হয়েছিলেন, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতালাভের জন্য ভারতে এসে মোগল পারিবারিক বিদ্রোহের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন. তাই নাটকে তার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে. নির্বোধ মোরাদের পরিণাম, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দিলদার বহু পূর্বেই অনুমান করে ব্যঙ্গের কশাঘাতে তাকে সজাগ করতে চেয়েছেন—

"জাঁহাপনা, সব জানোয়ারগুলোই সম্মুখ দিকে হাঁটে কেন? ---- তাদের চোখ দুটো সম্মুখে বলে, কিন্তু যারা অন্ধ, তাদের সম্মুখ দিকে হাঁটা ও সামিল পিছন দিকে হাঁটা ওতা,"

কিন্তু নির্বোধ মোরাদ(ও) তার বাক্‌কেলির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেনি। সমালোচক বিমলকান্তি সমাদ্দার যথার্থ মন্তব্য করেছেন — "সে বাক্‌কেলির তাৎপর্য বোঝে না, তাকে দিলদার সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি, এই আসক্তিহীনতা, তার হাসি থেকে সবটুকু আলো গ্রাস করেছে"।

ঔরঙ্গজীব

আবার ঔরঙ্গজীবের সম্বন্ধেও দিলদারের স্পষ্ট ধারণা ছিল, তাই ঔরঙ্গজীবের পারিষদ হিসেবে যোগদান করেও দিলদার তাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি ও সমালোচনা করতেও ছাড়েননি — "বিচারা জাঁহাপনা, যে কাজীরা যখন দারার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করছিল ---- তখন তারা জাঁহাপনার সহাস্য মুখখানি কল্পনা করছিল, আর মনে মনে গৃহিণীদের নতুন অলঙ্কারের মাপ করছিল"।

চতুর্থ অঙ্কের ১ম দৃশ্যে সুজার সঙ্গে মহম্মদের বিরোধ সৃষ্টিতে ঔরঙ্গজীব দিলদারকে কৌশলে ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক দিলদারের এই কপট আচরণের যৌক্তিকতা মেনে নিতে পারেননি, সত্যিই তার মতো বুদ্ধিমান মানুষ কি করে এমন কাজ করতে পারে, তা ঠিক বোধগম্য হয় না। শুধু তাই-ই নয়, এ ধরনের কপটতা দিলদারের চরিত্রবিরুদ্ধ, নাট্যকার এক্ষেত্রে দিলদার চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন।

দিলদারের আপাত মূর্খতার অন্তরালে, একটি সংবেদনশীল মন ছিল। দারার মৃত্যুদৃশ্যের মধ্যে, দিলদারের ছদ্ম আবরণ অপসারিত হয়েছে, যিনি দারাকে মুক্ত করে নিজে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন, — "এই মুহূর্তে এক করুণাকাতর, মৃত্যুভয়হীন, অনাসক্ত সন্ন্যাসীর মূর্তি আত্মপ্রকাশ করেছে।" [রথীন্দ্রনাথ রায়]

কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যায়, এই দৃশ্যে, যেখানে, জীবন মরণ সংকট, যেখানে নিমেষগুলো অমূল্য, যেখানে দিলদারের অপরিমিত বাগবিস্তার ও অনর্থক আবেগ উচ্ছ্বাস, অবাস্তব বলে মনে হয়। জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন— "থিয়েটারি উচ্ছ্বাস, এই অংশে প্রবল।"

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর গম্ভীর রসাত্মক, ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে, মাঝে মাঝে 'দিলদার' জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করে, হাস্যরসের মাধ্যমে, একটু লঘুতর আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা স্থূল রসিকতায় পর্যবসিত হয়েছে, ব্যতিক্রম দিলদার। দিলদারের হাস্যরসের মধ্যে আছে বাক্‌চাতুর্য (wit) শ্লেষ (pun) ও বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী (satire)। সাধারণ বিদূষকের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য হল- দিলদার শুধু হাসাননি, কাঁদিয়েছেন ও। তাই দিলদারকে নিছক কমিক চরিত্র বলা যায় না, বরং বলা যায় সিরিও কমিক। দিলদারের হালকা হাসির অন্তরালে, কঠিন সত্যের দুর্জ্ঞেয় শক্তি প্রকাশমান। এই চরিত্রটিতেই 'কিং লিয়ারের' Fool এর প্রভাব দিলদারে সবচেয়ে বেশী। কোনো কোনো স্থানে, শেক্সপীয়র চরিত্রের ভাবানুবাদ, কোথাও বা শেক্সপীয়রের অনুসরণেই সংলাপ সৃষ্টি করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। উদাহরণস্বরূপ একটি উক্তি তোলা যাক- ঔরঙ্গজীব পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে দিলদার বলেছেন — "আমি একজন বেজায় পুরানো গাঁটকাটা, বাটপাড়, চোর, ---- আমি শামুকের চেয়েও কুঁড়ে, কুকুরের চেয়েও পা-চাটা, ছুঁচোর চেয়েও লম্পট।" তুলনায় লীয়রের জিজ্ঞাসার উত্তরে Edgar বলেছেন —— Lear → .... what hast thou been?

"---- false of heart, light of ear, bloody of hand, hog in sloth, fox in stealth, wolf in greediness, dog in madness, lion in prey."

৫ম অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে, আত্মঘাতী ঔরঙ্গজীবের কঠোর সমালোচনা করে তার বিবেকবোধকে উদ্দীপ্ত করেছেন দিলদার. ঠিক যেমন করে 'Fool' রাজা লীয়রকে তার কন্যাদের সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, তেমন করেই মোরাদ ও ঔরঙ্গজীব সম্পর্কে সতর্কতা সূচক সংকেত দিয়েছেন দিলদার, কিন্তু- এ তো বাহ্য ঘটনা, 'মূল' লীয়রের ট্র্যাজেডির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্র্যাডলে মন্তব্য করেছেন — "Imagine the Tragedy without him (Fool), and you hardly know it." কিন্তু সাজাহানের ট্র্যাজেডির সঙ্গে দিলদারের কোন যোগ নেই। তাই জনৈক সমালোচকের মন্তব্য— "দুর্ভাগ্যক্রমে দার্শনিকতার বাড়তি বোঝা বহন করে ও দিলদারের স্থান নাটকের ভিতের মহলে হয়নি।"

তাছাড়া, দিলদার চরিত্রটি নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যতো অগ্রসর হয়েছে, ততোই তার 'বিদূষক' উপাদান ক্রমশঃ হারিয়ে গেছে, নাটকের মাঝখানেই বিদূষকত্ব লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। তবু তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপও অলৌকিক দার্শনিকতাও তাঁর প্রতি সম্ভ্রমের উদ্রেক করে।

— o —